গঠনতন্ত্র

হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি

পশ্চিম ষোলশহর

ডাকঘর ঃ চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউট

থানা ঃ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

রেজিষ্ট্রেশন নং— ১৬৪৫/৯১

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ টাকা

হিলভিও আবাসিক কল্যাণ সমিতির গঠনতন্ত্র

প্রস্তাবনা :—

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে বসবাসকারী মানুষ সৌহার্দ, সহযোগিতা ও সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে পারস্পরিক সংগঠনের জন্য নিজেদের ভিতর একতা গড়ে তোলে। একতাই শক্তির উৎস এবং বিচ্ছিন্নতা মানুষকে অসহায় ও দুর্বল করে রাখে।

সমাজ জীবনে মানুষ অহরহ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সমুদয় সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান মানুষকেই খুঁজে বের করতে হয় স্বীয় প্রয়োজনের তাগিদে। একক ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কারো পক্ষে এই কাজ সম্পাদন করা সব সময় সহজ ও ফলপ্রসূ হয় না। অতএব একতা, সৌহার্দ ও সম্প্রীতির মাধ্যমে মানুষকে ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়।

এই নীতি ও মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা হিলভিউ আবাসিক এলাকার প্লটের মালিকগণ একটি আবাসিক কল্যাণ সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সমিতির উদ্দেশ্যে, আদর্শ ও সাংগঠনিক রীতিনীতি আমাদের চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা আল্লার নামে :—

ধারা-১ : নামকরন :—

এই সমিতির নাম "হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি"

অতঃপর সমিতি দ্বারা "হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি" বুঝাবে এবং কোম্পানী দ্বারা হিউভিউ "হাউজিং কোম্পানী লিঃ" বুঝাবে।

ধারা-২ : ঠিকানা :

১৯৩৮/এ, পশ্চিম ষোলশহর, ডাকঘর চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, থানা-পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

ধারা-৩ : বৈশিষ্ট্য —

ইহা একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, সামাজিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান।

ধারা-৪ : চৌহদ্দী :—

হিলভিউ আবাসিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত প্লট সমূহের মালিক / প্রতিনিধি সমন্বয়ে এ সমিতি গঠিত হবে।

ধারা-৫ : উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য :—

ক) এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত প্লটের মালিকগণকে একতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও মৈত্রীর সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখা এই সমিতির লক্ষ্য।

খ) সমিতির বাসিন্দা তথ্য সমিতির সদস্যবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ভ্রাতৃ সুলভ চেতনার প্রসার ঘটানোও আমাদের সমিতির প্রধান উদ্দেশ্যে।

গ) হিলভিউ আবাসিক এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো এই সমিতির মূল লক্ষ্য।

ঘ) শিশু কল্যাণ, যুবকল্যাণ, মহিলাকল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্য্যক্রম পরিচালনা করা সমিতির অন্যতম লক্ষ্য।

ঙ) হিলভিউ আবাসিক এলাকার অসমাপ্ত উন্নয়নমূলক কাজ সমাপ্ত করানোর জন্য এই সমিতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এই সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য সমিতি হিলভিও হাউজিং কোম্পানী লিঃ এর সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রাখবে।

ধারা-৬ : কর্মসূচী ঃ—

এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য সমিতি কাজ করে যাবে।

ক) এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য হিলভিউ হাউজিং কোঃ লিঃ সহ জেলা প্রশাসন ও মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করা।

খ) রাস্তাঘাট, পুল ও নালা নর্দমা, স্থাপনের ও মেরামতের জন্য, কোম্পানী, পৌর কর্পোরেশন ও সি, ডি, এ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ ও সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

গ) আবাসিক এলাকায় মসজিদ, কবরস্থান, মক্তব, বিদ্যালয়, বিপণন কেন্দ্র, কমিউনিটি ও হেলথসেন্টার, খেলার মাঠ ও শিশু পার্ক প্রতিষ্ঠার ও মেরামতের ব্যাপারে কোম্পানী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ঘ) একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঙ) ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস সমূহ সমিতির অফিস কাম পাঠাগারে মর্যাদার সাথে পালনের মাধ্যমে জনজীবনে ইহাদের প্রভাব প্রতিফলিত করা।

চ) সমিতির অভ্যন্তরে ন্যায় বিচার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি ও অশ্লীলতা রোধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সর্ব সাধারণের আর্থিক, সামাজিক, সকল ধর্মালম্বীদেরও সামাজিক অধিকার, মান মর্যাদা ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

ছ) আলোচনা সভা, সেমিনার, মিলাদ মাহফিল ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্য্যাদার সহিত পালন করা।

ধারা-৭ ঃ সদস্য পদ :—

ক) সদস্য পদ লাভের যোগ্যতা ঃ —

হিলভিউ আবাসিক এলাকার সকল প্লট মালিক ও তাঁদের অবর্তমানে তাঁদের প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারীগণ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও শ্রেণী নির্বিশেষে সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

খ) সদস্য পদ লাভের নিয়ম :—

হিলভিউ'র প্রত্যেক প্লট মালিক ভর্তি ফিস সমেত সংগঠনের নির্দিষ্ট ফরমে সভাপতির নিকট আবেদন পত্র পেশ করবেন। সভাপতি কার্য্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত ক্রমে ৪ সপ্তাহের মধ্যে তা মঞ্জুর করবেন অথবা আবেদন-কারীকে সন্তোষজনক জবাব দিবেন।

গ) সমিতির সদস্য পদের জন্য আবেদন পত্র পেশ করা, সংগঠনের স্বার্থে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কথায় ও কাজে অনুগত থাকা, নিয়মিত চাঁদাদি আদায় করা, সম্ভাব্য সকল মিটিংয়ে উপস্থিত থাকা ইত্যাদি প্লট মালিকগণের স্বীয় নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব।

ঘ) আজীবন সদস্য পদ : —

হিলভিউ'র যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা সদস্য এককালীন টাঃ ৫০,০০০/- বা সম পরিমাণ সম্পত্তি দান করলে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি আজীবন সদস্য পদ লাভ করবেন। তিনি যে কোন সভায় যোগদান করতে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। উল্লেখ থাকে যে, সম্পত্তির পরিমাণ দুই শতকের কম হবে না।

ঙ) পৃষ্ঠপোষক সদস্য :—

কার্য্যনির্বাহী পরিষদ ইচ্ছা করলে হিলভিউ'র বা হিলভিউ বহির্ভূত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এককালীন এক লক্ষ (১,০০,০০০/-) টাকা বা

সমমূল্যের সম্পদ প্রতিষ্ঠানে দান করলে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পৃষ্ঠপোষক সদস্য করা যাবে।

চ) সদস্য পদ বাতিল :—

১। যে সদস্য/সদস্যা সমিতির সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে না এবং কোন অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে কার্য্যকরী পরিষদ ইচ্ছা করলে তাকে বহিষ্কার করতে পারবেন।

২। একাধিকার সংবিধানের কোন ধারা লংঘন করলে এবং তা সংশোধন করতে রাজি না হলে অথবা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সংবিধান অনুযায়ী কার্য্যবিবরণী মেনে নিতে কিংবা অধিকাংশ সদস্য /সদস্যরা মতামত গ্রহণ করতে সম্মত না হলে, সদস্য পদ প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাস চাঁদা প্রদান না করলে পর পর তিনটা সভায় অনুপস্থিত থাকলে, সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কথায় বা কাজে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে অথবা স্বীয় দায়ীত্বে পালন না করলে।

৪। কোন সদস্য কিংবা কর্মকর্তা লিখিত ভাবে পদত্যাগ করলে।

৫। দুই তৃতীয়াংশ সাধারণ সদস্য/সদস্যরা বা কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্য/সদস্যের বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অনস্থা প্রস্তাব পেশ করলে।

৬। সভাপতি কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সাথে আলোচনা করে বাতিল বলে গণ্য সদস্য এর সদস্যপদ বাতিল করবেন এবং দরকার বশতঃ এক মাসের মধ্যে শূন্য পদ পূরণ করবেন।

৭। বাতিলকৃত সদস্য পূণঃ নিয়োগ :—

সদস্য/ সদস্য পদ বাতিল হয়েছে এমন ব্যক্তি পুনরায় সভাপতির বরাবরে পূণঃ সদস্য / সদস্যা পদ বহালের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সভাপতি কার্য্য নির্বাহী পরিষদের সাথে আলোচনা ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ধারা-৮ : পরিষদ :—

১। সাধারণ পরিষদ :—

ক) হিলভিউ'র সকল প্লট মালিক/প্রতিনিধিকে নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে।

খ) পরিষদের সদস্য হলে ভোট দানের অধিকার থাকবে।

গ) এ পরিষদ আইন প্রণয়ন করবে।

খ) কার্য্যনির্বাহী পরিষদের উপর এ পরিষদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

২। কার্য্যনির্বাহী পরিষদ :

ক) এ পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ১১ জন।

খ) ইহার মেয়াদ হবে ২ বছর।

গ) সাধারণ পরিষদ হতে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ১১ জন কার্য্য-নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হবেন।

এই ১১ জনের মধ্যে হতে ভোটের মাধ্যমে ১ জন সভাপতি, ১ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক, ১ জন সহ-সাধারণ সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ১ জন যোগাযোগ ও দপ্তর সচিব নির্বাচিত হবেন। ৭ জনের অতিরিক্ত যারা তাঁরা সদস্য থাকবেন।

ঘ) শূন্য পদ পূরণ :—

কোন কর্মকর্তার পদ শূন্য হলে সাধারণ পরিষদ হতে ভোটের মাধ্যমে উক্ত পদ পূরণ করা হবে।

ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা :—

১। গঠনতন্ত্র মোতাবেক সকল প্রকার দায়িত্ব পালনে এ পরিষদ সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

২। সমিতির স্বার্থে এ পরিষদ যে কোন সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী গ্রহণ কিংবা বাতিল করতে পারবে।

৩। কর্মচারী নিয়োগ বা বরখাস্ত, সদস্যগণ হতে চাঁদা আদায়, সুধী সমাবেশ, সাংবাদিক সম্মেলন ইত্যাদি করতে পারবে।

৪। কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে বা অন্য কোন সদস্যের বিরুদ্ধে প্রয়োজন অনুয়ায়ী কার্য্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৫। বিভিন্ন প্রকল্পের সম্পাদকদের কার্য্যাদি ও জমা খরচ হিসাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৬। প্রতিষ্ঠানের দলিল পত্র, অন্যান্য সম্পদ সংরক্ষনের ব্যবস্থা করবে।

৭। বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশের জন্য সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট, কোষাধ্যক্ষের অর্থ রিপোর্ট ও বাজেট অনুমোদন করবে।

৮। যথাসময়ে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। নির্বাচন পরিষদকে নির্বাচনে সহযোগিতা করবে।

৯। প্রয়োজনে বিভিন্ন সরকারী বা বেসরকারী দপ্তর, কোম্পানী সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

ধারা : ৯ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :—

ক) সভাপতি :—

তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সর্ববাত্মক চেষ্টা করবেন। গঠনতন্ত্রের কোন ধারা সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দিলে তিনি সুষ্ঠ ব্যাখ্যা দিবেন। তিনি সমিতির তহবিলের প্রতি নজর রাখবেন এবং খরচ, ভাউচার অনুমোদন করবেন।

তিনি কার্য্যকরি পরিষদের সকল কর্মকর্তার কার্য্যাদি তদারক করবেন। তিনি যে কোন বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন। সাধারণ সম্পাদক কোন সভা আহ্বান করতে ব্যর্থঃ হলে তিনি সভা আহ্বান করবেন। সংসদের সকল কাজের জন্য এমনকি প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসের জন্যও তিনি দায়ী থাকবেন। তিনি সংগঠন বিরোধী কার্য্যকলাপ, কর্তব্যে অবহেলা বা অন্য কোন অসদাচরনের জন্য যে কোন সদস্য বা কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানো ও নোটিশ দিতে পারবেন। তিনি যে কোন বিতর্কিত বিষয়ের উপর ভোট গ্রহণ করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি আলোচ্য বিষয় বা বির্তকিত বিষয়ের উপর রুলীং প্রদান করতে পারবেন। তিনি যে কোন জরুরী কাজের জন্য সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন এবং এ সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

খ) সহ-সভাপতি :—

তিনি সকল কাজে সভাপতিকে সহযোগিতা করবেন। কার্য্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সদস্যদের সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদির প্রতি নজর রাখবেন। সভাপতির অবর্তমানে তিনি সভাপতির কাজ চালাবেন।

গ) সাধাবণ সম্পাদক :—

তিনি যাবতীয় কার্য্যাদি নির্বাহ ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করবেন। তিনি সভার কার্য্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি সভাপতির সাথে পরামর্শ করে সভা আহ্বান করবেন। তিনি কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিবেন। সম্পাদকমণ্ডলীর কার্য্যাদি তদারক করবেন। খুচরা খরচের জন্য তিনি টাকা ৫০/- হাতে রাখতে ও খরচ করতে পারবেন।

ঘ) সহ-সাধারণ সম্পাদক :—

সাধারণ সম্পাদক এর কাজে তিনি সাহায্য করবেন এবং কার্য্যনির্বাহী

পরিষদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সদস্য বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন।

ঙ) কোষাধ্যক্ষ :—

তিনি অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব পত্র সংরক্ষণ করবেন এবং সংগৃহীত টাকা তিনি ব্যাংক এ জমা দিবেন।

চ) সাংগঠনিক সম্পাদক :—

তিনি সমিতির যাবতীয় সাংগঠনিক কার্য্যাদি সম্পাদন করবেন।

ছ) যোগাযোগ ও দপ্তর সম্পাদক :—

তিনি প্রচার, যোগাযোগের ও অফিসের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি দপ্তরের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

ধারা-৯ : নির্বাচন :—

কার্য্যকরী কমিটি সমিতির সাধারণ সদস্যের মধ্য থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করবে। নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

ক) ভোট পদ্ধতি :—

সকল সদস্য গোপন ব্যালট এর মাধ্যমে কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য পদে তাঁদের মনোনীত যে কোন প্রার্থীকে নির্বাচিত করবেন।

খ) বিধি ব্যবস্থা :—

নির্বাচনের জন্য সভাপতি কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সাথে পরামর্শ করে নির্বাচনের ২ মাস পূর্বে নির্বাচনের তারিখ, নির্বাচনী পরিষদ, ভোটার তালিকা ও নির্বাচনী বিধি ঘোষণা করবেন এবং তা সকলের অবগতির জন্য সংসদের নোটিশ বোর্ডে ও পত্র পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা নিবেন। নির্বাচন সম্পর্কিত যাবতীয় বিধি বিধান গঠনতন্ত্র মোতাবেক হবে। মাসিক ও প্রাসংগিক চাঁদা বাকী থাকলে কোন সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে বা ভোট দিতে পারবেন না। নির্বাচনের প্রার্থীও হতে পারবেন না। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার অন্যূন (সাত) দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) প্রচার, প্রপাগাণ্ডা :—

প্রার্থীগণ নিজ নিজ প্রচারের জন্য পোষ্টার, প্রচার পত্র, পেম্পলেট ও বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবেন। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রকার মিটিং,

সভা সমিতি করতে কিংবা অন্য প্রার্থীর বিরুদ্ধে অশোভন কিছু প্রচার করতে পারবেন না। মাইক্রোফোন ব্যবহার বা শব্দ বড় করার জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা কোন অবস্থাতেই চলবে না।

ঘ) প্রার্থীর যোগ্যতা :—

প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্বাচন বিধি অনুযায়ী হবে। যে কোন সদস্য যদি তাঁর নাম ভোটার তালিকাভুক্ত হয় তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

ধারা-১০ : সভা :—

ক) সাধারণ পরিষদের সভা :—

বৎসরে কমপক্ষে একবার এ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ দিনের নোটিশে সাধারণ সম্পাদক এ পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শ করে সভার তারিখ, সময় ও আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করবেন।

খ) কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সভা :—

প্রতি তিন মাসে একবার এ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শ করে ৩ দিনের নোটিশে এ পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।

গ) জরুরী সভা : —

বিশেষ প্রয়োজনে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক ২৪ ঘন্টার নোটিশে যে কোন পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারেন। এ ধরণের সভার স্থান ও সময় সভাপতি ঠিক করবেন।

ঘ) তলবী সভা :—

তালিকাভুক্ত সদস্যদের ২/৩ অংশ সাধারণ সদস্য লিখিত আবেদন জানালে সাধারণ সম্পাদক সভা ডাকতে বাধ্য থাকবেন। যদি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সভা আহ্বান না করেন তবে তলবী সদস্যরা পুনরায় সভাপতির নিকট আবেদন করবেন। এবং আবেদন প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে সভাপতি সভা আহ্বানে ব্যর্থ হলে, নিজেরা আবাসিক এলাকার যে কোন স্থানে সভা আহ্বান করতে পারবেন। উক্ত সভার কার্য্যবিবরণী বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

ঙ) সভার কোরাম : ১) সাধারণ সভার সদস্য সংখ্যার $\frac{২}{৩}$ অংশের

উপস্থিতিতে কোরাম হবে। কোরামের অভাবে কোন সভা মূলতবী হলে উক্ত সভা পরবর্তী সপ্তাহে একই দিনে একই সময়ে একই স্থানে, একই আলোচ্য বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত হবে। এতে কোন কোরামের আবশ্যক হবে না।

২। কার্যনির্বাহী কমিটির সভার $\frac{1}{3}$ অংশের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

৩। তলবী সভায় $\frac{2}{3}$ অংশের উপস্থিতিতে কোরাম হবে এবং তাদের সম্মতির আবশ্যক হবে।

ধারা ১১ঃ তহবিল গঠনঃ—

ক) সাধারণ তহবিলঃ প্রত্যেক সদস্যের জন্য ১০০/-টাকা ভর্তি ফিস এবং ১০০/-টাকা মাসিক চাঁদা বাধ্যতামূলক এবং প্রয়োজনে বিশেষ চাঁদা আদায় করা যাবে।

খ) সমিতিভুক্ত বিশিষ্ট সমাজ সেবী, অর্থশালী, দানশীল ও শুভাকাংখী-দের কাছ থেকে প্রাপ্ত এককালীন ও বিশেষ অনুদান গ্রহণ করা যাবে।

গ) বিশেষ তহবিলঃ সাধারণ তহবিল ছাড়া সমিতির অন্যান্য প্রকল্পের জন্য একাধিক বিশেষ তহবিল গঠন করা যাবে এবং তার সুষ্ঠ হিসাবের জন্য পৃথক পৃথক ব্যাংক একাউন্টও খোলা হবে।

ঘ) ব্যাংক হিসাবঃ "হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি" ও এর প্রকল্পের নামে সরকারী অনুমোদিত ব্যাংকে ব্যাংক হিসাব খোলা হবে। কোষাধ্যক্ষ ও সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে ব্যাংক হিসাবে লেনদেন করবেন।

ঙ) অডিটঃ বৎসরান্তে সমিতি ও সমিতির প্রকল্প সমূহের আয় ব্যয় হিসাব যে কোন অনুমোদিত অডিট কোম্পানী দ্বারা অডিট করতে হবে। অথবা তিন সদস্য বিশিষ্ট আভ্যন্তরীন অডিট কমিটি দ্বারা অডিট করা যাবে। অডিট হওয়ার পর ভাউচার পত্র তিন বৎসর সংরক্ষণ করতে হবে।

ধারা-১২ঃ বিবিধঃ—

ক) কার্য্য বৎসরঃ প্রতি জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য বৎসর এবং আর্থিক বৎসর হিসাবে গণনা করা হবে।

খ) সদস্য রেজিষ্ট্রিঃ সমিতির তথা সংসদের সকল সদস্যের নাম ও তথ্যাদি সম্বলিত একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হবে।

গ) গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজন অনুভুত হলে প্রস্তাবিত সংশোধনের বিষয় সমূহ ১৫ দিন পূর্বে সদস্যদের নিকট বিতরণ করতে হবে। যে কোন সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাবে।

তবে প্রকাশ থাকে যে, উপস্থিত $\frac{2}{3}$ অংশ সাধারণ সদস্যের অনুমোদন পেলে তা সংশোধিত বলে গণ্য হবে। ১ মাসের মধ্যে সংশোধিত গঠনতন্ত্র

চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করতে হবে। নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়া গেলে তা কার্যকর হবে।

ঘ) প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি : যদি কোন কারণ বশতঃ প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি সাধিত হয় তা'হলে সাধারণ সদস্যের $\frac{৩}{৫}$ অংশ সদস্যের ঐক্যমতে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর মালামাল হস্তান্তরের ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদানের জন্য নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কার্য্যকরী হবে। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পার্শ্ববর্তী কোন রেজিষ্টার্ড সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে দেয়া যেতে পারে।

ঙ) এড-হক কমিটি কর্তৃক গঠনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে এই গঠনতন্ত্র মোতাবেক নূতন কার্য্যকরী কমিটি গঠন করতে হবে।

চ) পতাকা : পতাকার দৈর্ঘ্য ১৮″ ও প্রস্থ ১২″। ইহার রং গাঢ় সবুজ ঠিক মাঝখানে সাদা জমিনের উপর মনোগ্রাম খচিত থাকবে।

পরিশিষ্ট

শপথ পত্র

আমি..... হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতির সদস্য পদ লাভ করলে নিম্নোক্ত শর্তাবলী সম্পূর্ণ রূপে মেনে চলব মর্মে স্রষ্টার নামে প্রতিজ্ঞা করছি।

ক) সমিতির গঠনতন্ত্র, বিধি নিষেধ, সভার সিদ্ধান্ত সমূহ সহ যাবতীয় নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলব।

খ) সমিতির স্বার্থের অনুকুলে যে কোন কাজ করতে বাধ্য থাকব।

গ) সমিতির স্বার্থের পরিপন্থী নিজে বা অন্যের দ্বারা কোন কাজ করব না।

ঘ) নিয়মিত চাঁদাদি আদায় করব এবং যথা সম্ভব সভায় যোগদান করতে সচেষ্ট থাকব।

ঙ) স্বীয় স্বার্থের জন্য কোন প্রকার বেআইনী কাজ করা থেকে বিরত থাকব।

পরম করুণাময় আমাকে এ ওয়াদা পালনের তৌফিক দিন। আমিন।

.....ইং তারিখে
সংবিধান অনুমোদন করা হল।

স্বাক্ষর :—
রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহ
চট্টগ্রাম।
উপপরিচালক
সমাজ সেবা বিভাগ, চট্টগ্রাম।

.....ইং তারিখে
সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করা হল।

স্বাক্ষর :—
সভাপতি—
হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি

স্বাক্ষর :—
সাধারণ সম্পাদক
হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি